প্রিন্স ডিলাইটফুল অ্যান্ড দ্য ফ্লেমলেস ড্রাগন

রাজা মার্কাস এবং তাঁর স্ত্রী, রানি এরমেনট্রুড সন্তানের বাবা-মা হতে চলেছেন। দু'জনেরই বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে, সন্তান হবার আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলেন, দত্তক নেয়ার কথাও ভেবেছিলেন, তবে সে আশাও ত্যাগ করতে হয়েছে রাজকীয় কোনো শিশুর খোঁজ না পাবার কারণে। রাজকীয় শিশু ছাড়া দত্তক নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

তবে সন্তান দত্তক নেয়া নিয়ে কথা-বার্তা চলার সাথে সাথে রানির শরীরে কী রকম যেন উত্তেজনা বোধ হল, রানি ফিসফিস করে কথাটা রাজার কানে কানে বললেন। শুনে রাজার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল, 'এটা কী করে ঘটল?' রানি তখন মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন রাজাই যখন জানেন না কী করে ঘটনা ঘটল তাহলে অন্যেরা জানবে কিভাবে?

তবে সন্তান জন্ম দেয়ার সময় যত এগিয়ে আসতে লাগল ততই শিশুর নামকরণ নিয়ে সমস্যা প্রকট হয়ে উঠল।

রানির এখন অস্বস্তিই লাগছে, দ্রুত সবকিছু শেষ হয়ে গেলেই হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন, বললেন, 'আমার বিশ্বাস আমার ছেলে হবে এবং একজন রাজকুমারের সমস্ত গুণাবলিই তার মধ্যে থাকবে। কারণ আমি দ্বিতীয়বার এসবের মাঝ দিয়ে যেতে পারব না।'

'আমরা ব্যাপারটা নিশ্চিত করব, হে রাজকীয় ভালোবাসা। রাজ্যের প্রতিটি পরীকে ক্রাইশটেনিং-এর সময় নিমন্ত্রণ দেব, তারাই নিশ্চিত করবে যে ছেলে আমার সাহসী, সুদর্শন এবং সমস্ত সদগুণের অধিকারী হবে।'

'তুমি ঠিক জান?' বললেন রানি এরমেনট্রুড। 'গতকাল জাদুকরের সঙ্গে কথা বললাম। সে বলল পুরো ব্যাপারটাই নির্ভর করে জীবনের ওপর।'

ভুরু কুঁচকে গেল রাজা মার্কাসের। 'তুমি বলতে চাও আমার সন্তান বর্বরদের মতো প্যান্ট পরবে?'

www.banglainternet.com

'না, ডিয়ার, জিন্স নয়, জিন। উচ্চারণ প্রায় একই রকম। তবে জিন সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

'কী রকম?'

'তা বলতে পারব না। তবে এ জিনিস আমাদের সবার মধ্যেই নাকি রয়েছে।'

'বুঝলাম,' বিরক্ত গলায় বললেন রাজা। 'তবে যে সব ফালতু কুসংস্কারাচ্ছন্ন জিনিস সম্পর্কে জানি না বা বুঝি না তাতে আমার বিশ্বাসও নেই। আমরা চিনি, বুঝি পরী গডমাদারদেরকে। এবং তারা যা বলবে তাই হবে।'

মার্কাস এবং এরমেনট্রুড উভয়েই পরী গডমাদারদের নিয়ে নানা গল্প শুনেছেন। ক্রাইশটেনিং-এর সময় দাওয়াত না পেলে এরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং শিশু সন্তানের চোদ্দটি বাজিয়ে দেয়। কাজেই এদেরকে রাগিয়ে দেয়ার কোনো ইচ্ছেই ছিল না রাজা-রানির। তারা পরী ডাইরেক্টরি খুলে সমস্ত পরীদের ঠিকানা বের করলেন এবং প্রত্যেকের নামে আলাদাভাবে নিমন্ত্রণপত্র পাঠালেন।

তবে ওখানে একটা ভুল হয়ে গেল। মিসপ্রেপ নামে এক পরীও দাওয়াত পেল। রাজা-রানি যদি এর সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গও জানতেন, কিছুতেই একে দাওয়াত দিতেন না।

মিসপ্রেপ পরী গডমাদারদের মধ্যে সবচে সুন্দর এবং ভালো পরী। তাকে দাওয়াত না দিলেও রাগ করে না। আর দাওয়াত পেলে সে একাই হেসে-খেলে নেচে গেয়ে কৌতুক বলে গোটা পার্টি মাতিয়ে রাখে। সে সব সময় হাসছে, গাইছে, কৌতুক বলছে। কাজেই পাঠকের মনে হতে পারে একে দাওয়াত দিলে অসুবিধে কি। অসুবিধা আছে। কোনো ক্রাইশটেনিং-এ গেলেই সে নবজাতককে উপহার দিতে চাইবে। আর অসুবিধাটা ওখানেই।

সে চায়না এমন হোক, কিন্তু ব্যাপারটা কেন জানি ঘটে যায়, ভুল মন্ত্র বলে ফেলে মিসপ্রেপ। এবারও তাই ঘটল।

দোলনায় শুয়ে থাকা শিশু রাজকুমারকে দেখতে একে একে এল পরীরা। (হাঁ, ছেলেই হয়েছে রানির। তবে সন্তান জন্ম দেয়ার পরে, নিশ্বাস ফিরে পেয়ে ঘোষণা করেছেন— আর বাচ্চা নেবেন না তিনি) পরীরা একের পর এক আশীর্বাদ করে গেল তাকে— কেউ বলল রাজকুমার সুদর্শন হবে, কেউ ওকে সাহসী হবার আশীর্বাদ করল, কেউ

www.banglainternet.com

বা বুদ্ধিমান হবার দোয়া করল, কেউ বলল রাজপুত্র হবে সুরসিক। এভাবে আশীর্বাদের উপহার চলতেই লাগল।

তারপর এল মিসপ্রেপের পালা। সে রাজপুত্রের শরীরের ওপর জাদুর লাঠি ঘোরাল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে বলল রাজকুমার হবে পৃথিবীর সবচে' শক্তিশালী রাজকুমার।

তবে একটা ঘটনা এর আগে ঘটে গেছে। দোলনার কাছে আসার আগে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে হাত থেকে জাদুর লাঠিটা পড়ে গিয়েছিল (ঈশ্বর জানেন, সব সময় তার হাত থেকে লাঠি পড়ে যায় কেন) এবং সে লাঠির ভুল দিকটা ধরে তুলে নিয়েছিল। এর অর্থ নিশ্চয়ই পাঠক বুঝতে পারছেন।

এক পরী চট করে সামনে এগিয়ে এল, 'মিসপ্রেপ, তুমি তোমার লাঠির—' কথা শেষ করার আগেই মন্ত্রোচ্চারণ করে ফেলেছে মিসপ্রেপ, লাঠির গোড়ার দিকটা শিশু রাজপুত্রের মাথার ওপর ঘুরিয়েছে এবং মিসপ্রেপ যে আশীর্বাদ করেছে ঠিক তার বিপরীত জিনিসটা ঢুকে গেছে ছোট্ট মাথাটার মধ্যে।

মস্ত একটা ভজকট হয়ে গেছে এটা বুঝতে রাজা-রানির বেশিদিন সময় লাগল না। তিন বছর বয়স হয়েছে রাজপুত্রের, অথচ এক কদম এগোতেও সে টলে পড়ে যায়। কোনো জিনিস প্রথমবার মাটিতে ফেলে না দিয়ে সে তুলতে পারে না। আর সারাক্ষণই সে কোনো না কোনো ঝামেলা বাধিয়ে চলেছে। রাজার বাটলার তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বেই। আর সেরা মদ নিয়ে যখন সে রাজার কাছে চলেছে, তখনই এ কাণ্ড ঘটে। খুদে রাজকুমারের মাথায় এ ব্যাপারটা ঢোকে না যে মানুষের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে নেই, কাউকে আসতে দেখলে রাস্তা ছেড়ে দেয়া উচিত।

তবে রাজপুত্র বলে কথা! কেউ তার ওপর রাগ করার চিন্তা মনেও আনতে পারে না। অবশ্য অন্যান্য পরীরা তাকে যে সব দোয়া দিয়ে গেছে, সব ফলেছে। রাজপুত্রের মেজাজ সব সময় হাসিখুশি থাকে, কেউ কিছু বললে তা বুঝতে পারে, সে বিনয়ী, চতুর, মিষ্টি, সবই সদগুণের লক্ষণ—শুধু তার শরীরে শক্তি নেই।

রাজা তার নাম 'ডিলাইটফুল' রেখেছেন কারণ বাবা-মা তাকে দেখলে আনন্দিত হয়ে ওঠেন, অন্যরাও তাই। সে যখন বহুমূল্য তৈজসপত্র ভেঙে টুকরো টুকরো করছে, তখনো তাকে খুশি মেজাজে দেখা যায়।

www.banglainternet.com

রানি একদিন মিসপ্রেপ পরীর সঙ্গে দেখা করলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে (পরীদের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলতে হয়, কারণ কারো কারো মেজাজ থাকে চড়া) জানতে চাইলেন সমস্যাটা কী হয়েছিল। মিসপ্রেপের চেহারা লাল হয়ে গেল। বলল, 'আমার আসলে জাদুর লাঠির ভুল দিকটা হাতে ধরা ছিল।'

'তাহলে, ডিয়ার,' মিষ্টি গলায় বললেন রানি এরমনট্রুড, 'আপনি লাঠিটা ঠিক হাতে নিয়ে আবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন না?'

'করতে পারলে ভালোই লাগত,' বলল মিসপ্রেপ। 'এক সেকেন্ডের মধ্যেই করে ফেলতাম কাজটা। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ পরীদের আইন বিরুদ্ধ। বিশ্বাস নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করার পরে আর সেটা বাতিল করা যায় না।'

'কাজটা না করলে,' বললেন রানি। 'আমাকে তাহলে পরীদের ইউনিয়ন থেকে বের করে দেয়া হবে।' এরপরে আর কোনো কথা চলে না।

দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে লাগল। রাজকুমার ডিলাইটফুলের বয়স যখন তের, তাকে নাচ শেখানোর জন্যে মাস্টার রেখে দেয়া হল। কারণ রাজপুত্রদের অন্যতম কর্তব্যগুলোর একটি হল রাজকীয় নৃত্যানুষ্ঠানে হাজির থাকা এবং নাচা। সেখানে সে রাজদরবারের মহিলাদের সাথে নাচবে, তার নাচের প্রতিটি পদক্ষেপ হতে হবে নিখুঁত এবং সুনিয়ন্ত্রিত।

খামোকাই নাচ শেখানোর চেষ্টা চলল রাজপুত্রকে নিয়ে। তাকে যখন ডান পা বাড়াতে বলা হয় সে বাড়িয়ে দেয় বাম পা। বো করতে গেলে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায় পার্টনারের সঙ্গে। ঘুরতে গেলে সে অবশ্যই কারো না কারো সঙ্গে ধাক্কা খাবেই। আর সময় রক্ষা করে চলতে তো সে জানতই না।

রাজপুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করার মতো বুকের পাটা নেই নাচের শিক্ষকদের। তারা রাজা-রানিকে গিয়ে বলল প্রিন্স দেবদূতদের মতো নাচে। এমন দক্ষতার সঙ্গে সে নাচে যেন মাতাল কোনো নাবিক নাচছে।

অস্ত্রবিদ্যা শিখতে গিয়ে আরো বেশি তালগোল পাকিয়ে ফেলল রাজকুমার। তরবারির লড়াই শেখার সময় সবচে' দক্ষ অসিবাজ প্রতিপক্ষেরও মন চাইত হাতের এপেটা (সরু ডগার তরবারি) দিয়ে প্রিন্সকে এক ঘা লাগিয়ে দিতে। কুস্তি লড়ার সময় প্রতিদ্বন্দ্বী যখন প্রিন্সকে

www.banglainternet.com

সিধে করে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, সে তখন জুতোর ফিতের ওপর পা দিয়ে পড়ে যেত।

রাজা মার্কাস স্বভাবতই খুব হতাশ। 'মাই ডিয়ার,' একদিন তিনি বললেন রানিকে, 'আমাদের আদরের পুত্রধন, প্রিন্স ডিলাইট আগামীকাল কুড়িতে পা দেবে, কিন্তু বল নাচের আয়োজন করে আমরা ব্যাপারটা সেলিব্রেট করতে পারব না, কারণ সে নাচতে জানে না। কোনো টুর্নামেন্টের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয় সে লড়তে শেখেনি বলে। এমনকি শোভাযাত্রা করতেও ভয় পাচ্ছি সে মাটিতে পড়ে যেতে পারে বলে।'

'ও ঘোড়ায় চড়তে পারে,' সংশয় নিয়ে কথাটা বললেন রানি এরমেনট্রুড।

'তুমি নিজেও দেখেছ ঘোড়ায় চড়তে গিয়ে ওর কী দশা হয়েছিল,' বললেন রাজা।

'তা অবশ্য দেখেছি,' স্বীকার করলেন রানি।

'ঘোড়ার পিঠে উঠে ও ওপর-নিচে ঝাঁকি খাবে এবং ঘোড়ার স্বাভাবিক নড়াচড়ার সাথে তাল মেলাতেও জানে না।'

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রানি। 'তাহলে কী করব আমরা?'

'কী করব? নিজের ভবিষ্যৎ নিজে গড়ে তোলার জন্যে ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেব।'

'আরে, না,' আঁতকে উঠলেন রানি। 'আমাদের একমাত্র ছেলে ও। ওকে নিয়ে এটা করা ঠিক হবে না।'

'রাজাদের সাধারণ তিন ছেলে থাকে। তাদেরকে একের পর এক ভাগ্যান্বেষণে পাঠানোটাই রীতি। কিন্তু আমাদের একমাত্র ছেলেকেই পাঠাতে হবে—কারণ তুমি আর সন্তান জন্ম দিতে চাওনি। আর ওকে বাইরে পাঠাতেই হবে। এটাই প্রথা।'

'ও ব্যথা পাবে। ও কিছুই করতে পারবে না। ওর গায়ে মোটেই শক্তি নেই। কারণ ওই নির্বোধ মিসপ্রেপ—'

'চুপ চুপ!' বলে উঠলেন রাজা। 'পরীটা হয়তো অদৃশ্যভাবে আশপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। তোমার কথা শুনে ফেলবে। ডিলাইটফুলের গায়ে শক্তি না থাকলেও ওর আরো অনেক গুণ আছে, ওই যথেষ্ট। সে হয়তো বাইরে গিয়ে কোনো ড্রাগনকে কোতল করে বিয়ে করে আনল সুন্দরী কোনো রাজকন্যাকে, তারপর শ্বশুরের শত্রুদেরকে পরাজিত করে আমাদের মতো একটা রাজ্য দখল করে ফেলল। একদিন ও হয়ে উঠবে বিশাল এক রাজা

www.banglainternet.com

এবং বিজয়ী বীর। ইতিহাস পড়লে এ ধরনের ঘটনা বহু জানতে পারবে।'

'কিন্তু এসব ঘটবে কী করে? আমি যদ্দুর জানি এদিকে কোনো ড্রাগন থাকে না। বহুদিন ধরে নেইও।'

'অবশ্যই নেই। রাজকুমাররা ড্রাগন ধরে ধরে কোতল করার কারণে ওগুলো এখন বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য রাজ্যে কথা চলছে, সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে আর ড্রাগন হত্যা চলবে না।'

'তাহলে কুমারী মেয়েগুলোও বেঁচে যাবে,' মুখ বাঁকালেন রানি। 'ড্রাগনগুলো তো ওদেরকে ধরে ধরেই খায়।'

'জানি আমি। কুমারীদের ইউনিয়ন দারুণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা স্লোগান তুলছে ফান্ডের জন্যে, বলছে আপনি একজন ড্রাগনকে পছন্দ করবেন নাকি কোনো কুমারী মেয়েকে? প্রিন্সরা চ্যাসিলিস্ক, চিমেরা নিদেন হাইড্রা শিকার করতে পারবে ড্রাগনের পরিবর্তে। তবে ওগুলোও বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা এখন কঠিন একটা সময়ে বাস করছি। সেদিন *ড্রাগন-স্লেয়ার্স গ্যাজেট*-এ পড়লাম পয়েসটেসমে রাজ্যে একটি ড্রাগন আছে, তারা ওটাকে কোতল করতে চায়। ড্রাগনকে যে হত্যা করতে পারবে সে রাজার মেয়েকে পাবে। তবে মেয়েটি খুব সুন্দরী হলেও ড্রাগনটা প্রকাণ্ড আকারের বলে রাজকুমাররা তার কাছে ঘেঁসতে সাহস পাচ্ছে না।'

'ড্রাগনটা বিশালদেহী হলে আমাদের ডিলাইটফুলকে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওখানে পাঠানো উচিত হবে না—'

'কিন্তু, মাই ডিয়ার, আমি ইতোমধ্যে ডিলাইটফুলের সঙ্গে কথা বলেছি। তার গায়ে শক্তি না থাকতে পারে তবে সে সিংহের মতোই সাহসী— তাছাড়া পত্রিকায় ছোটখাট গড়নের রাজকুমারীর ছবি দেখে তার পছন্দও হয়ে গেছে।'

'ওকে আর কোনোদিন দেখতে পাব না আমি,' কেঁদে উঠলেন রানি। 'আর আমি নিশ্চিত মেয়েটার শরীরের সবকিছু সিলিকন ইমপ্ল্যান্ট করা।'

কিন্তু রানিরা যতই কান্নাকাটি করুন, রাজকুমারদেরকে তাদের কর্তব্য পালন করতেই হয়।

প্রিন্স তার স্যাডল ব্যাগ গুছিয়ে নিল, বেশ কিছু স্বর্ণমুদ্রা নিল সঙ্গে, ম্যাপে পয়েসটেসমের রাস্তা দেখে নিল ভালো করে। এটা ওকে জাদুকর দিয়েছে। ম্যাপে প্রধান হাইওয়েগুলোর কথা উল্লেখ আছে। একজোড়া বারো ফুট লম্বা বর্শা নিল সে সঙ্গে, বিশ্বস্ত তরবারিটা তো থাকলই, এবং

www.banglainternet.com

একটি আর্মার স্যুট চাপাল গায়ে। জাদুকর বলেছে জিনিসটা হালকা এবং জং ধরবে না। কারণ অ্যালুমিনিয়াম নামে জাদুর একটি ধাতু দিয়ে স্যুটটি তৈরি।

যাত্রা শুরু করল রাজকুমার, যতক্ষণ ছেলেকে দেখা গেল, হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানালেন রাজা-রানি। পথে কয়েকজন পথচারীও ছিল। তারাও হর্ষধ্বনি করল রাজপুত্রকে দেখে। কেউ কেউ বাজিও ধরে বসল রাজপুত্র যতক্ষণ নজরের নাগালে আছে এ সময়ের মধ্যে সে নিশ্চয়ই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাবে।—তাই ঘটল। বার দুই ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল রাজপুত্র।

বাবার রাজ্য থেকে পয়েসটেসমেতে পৌঁছুতে ডিলাইটফুলের, যা ভাবা গিয়েছিল সে সময়ই লাগল—এক বছর এক দিন।

আসলে ঠিক ওই সময়টা তার লাগল পয়েসটেসমের রাজা ফ্যারাডে'র প্রাসাদে পৌঁছুতে। আরো কয়েকদিন আগে সে রাজ্যের সীমান্তে পৌঁছেছিল।

এক বুড়ো রাজ্য সরকার রাজপুত্রের আইডি বা পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে দেখল অত্যন্ত মনোযোগের সাথে, অ্যাটলাস খুলে ডিলাইটফুলের রাজ্যের সীমানা দেখল তারপর রাজপুত্রদের রেজিস্টার আনতে বলল ক্রেডিট রেটিং-এর জন্যে। সবকিছু দেখে সন্তুষ্ট মনে হল বুড়োকে, মাথা বাঁকিয়ে বলল, 'সব তো ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।'

'জি,' মসৃণ মেঝেতে রাখা ছোট একটা প্রজেকশনে পা বেঁধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাজকুমার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভ গলায় বলল, 'আমি কি নাম্বারটা জানতে পারি?'

'নাম্বার? নাম্বার দিয়ে কী হবে, হাইনেস?'

'তাহলে জানতে পারতাম আমার পালা কখন আসবে—মানে কখন আমি ড্রাগনটাকে কোতল করতে যেতে পারব।'

'ওহ্, সে আপনি যখন ইচ্ছে যেতে পারেন। এ মুহূর্তে আপনি ছাড়া আর কোনো বিদেশী রাজপুত্র নেই আমাদের রাজ্যে। বলা উচিত অনেকদিন ধরেই নেই।'

'ড্রাগনটা খুব ভয়ঙ্কর, না?'

'তা কে বলতে পারবে? কাপুরুষগুলো এমনিতেই আসে খুব কম। তাও যা দু'একটা আসে, ছুটে পালায়। ড্রাগনের হাতে খুন হবার ভদ্রতাবোধটুকু পর্যন্ত কারও নেই।'

www.banglainternet.com

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল প্রিন্স। সে নিজে অত্যন্ত ভদ্র বলে মানুষের অভদ্র আচরণ তাকে হতাশ করে তোলে।

'তবে আমার ক্ষেত্রে অমনটি ঘটবে না,' বলল সে। 'আমি শুধু রাজার আশীর্বাদ পেতে একবার বিরতি নেব আর সুন্দরী রাজকন্যাকে একবার একটু দেখব। ভালো কথা, রাজকুমারীর নাম কী? বিজ্ঞাপনে নাম দেয়া হয়নি।'

'লরেলেন, হাইনেস।'

'বিরতি নেব সুন্দরী রাজকন্যা লরেলেনকে শুভেচ্ছা জানাতে। আচ্ছা, আমার ভবিষ্যৎ শাশুড়ি, রানি কি বেঁচে আছেন?'

'জি। তবে তিনি নারী-মঠে চলে গেছেন।'

'অঃ, সব কিছুই ঠিক ছিল, শুধু ওই নারী-মঠটি ছাড়া।'

'মঠ কর্তৃপক্ষও অভিযোগ করছে, হাইনেস।'

প্রিন্স ডিলাইটফুলকে রাজা ফ্যারাডে অভ্যর্থনা জানালেন অত্যন্ত সংশয়ের সাথে। বিশেষ করে রাজপুত্র যখন বর্শায় ভর করে দাঁড়াল আর ওটা পিছলে সরে গেল তার বগলের নিচে থেকে।

'তুমি কি নিশ্চিত জান যে কিভাবে ড্রাগন হত্যা করতে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন রাজা।

'এই বর্শা দিয়ে,' বলে উৎসাহের সাথে বর্শা তুলল রাজপুত্র, ওটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে একটা জানালার কাচে লাগল। ভেঙে গেল গ্লাস।

'ওটা নিজে নিজেই ছোটে দেখছি,' বললেন রাজা ফ্যারাডে, তার মনে সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হল। এক ভৃত্যকে পাঠালেন বর্শা আনতে।

প্রিন্স ডিলাইটফুলের চেহারা আর পেশি দেখে রক্তিম হয়ে উঠল প্রিন্সেস লরেলেনের মুখ। খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, 'ড্রাগন মারতে গিয়ে নিজেই যেন খুন হয়ে যেও না, রাজকুমার। তুমি মরে গেলে আমার কোনো লাভ হবে না।'

'অন্তত তোমার জন্যে হলেও আমি বেঁচে থাকব,' বলে বো করল সে। সম্মান দেখাতে গিয়ে হ্যাটের পালকের খোঁচা লেগে গেল রাজার চোখে। তিনি 'আউ' করে উঠলেন।

পরদিন সকালে ডিলাইটফুল রাজা ফ্যারাডের জাদুকরের কাছ থেকে একটা ম্যাপ পেল। ড্রাগন কোথায় থাকে ওতে লেখা আছে। সে যাত্রা শুরু করল রাজা আর তার মেয়ের দিকে প্রবল বেগে হাত নাড়তে নাড়তে।

www.banglainternet.com

রাজাও প্রত্যুত্তরে হাত নেড়ে বললেন, 'ছেলেটা হয়তো ওর নিজে ছুটে চলা বর্শা কিংবা তারচে'ও ভয়ঙ্কর হ্যাটের গুঁতো মেরে ড্রাগনটাকে হত্যা করতে পারবে।'

'ভেবে দেখ, বাবা,' বলল লরেলেন, দিনের আলোর মতো সুন্দর সে, তার লম্বা সোনালি চুলে রূপ আরো খুলেছে। 'যদি ও ড্রাগনটাকে হত্যা করতে পারে তবে রাজ্যের সমস্ত কুমারী মেয়েরা আরেকবার রক্ষা পাবে।'

'তুমি সহ,' যোগ করলেন রাজা।

হাসল লরেলেন, 'বাবা, প্রিন্স ডিলাইটফুল তোমার কথা শুনলে কী ভাবত, বল তো?' বলে বুড়োর পা মাড়িয়ে দিল সে।

প্রিন্স ডিলাইটফুল জটিল রাস্তা ধরে এক হপ্তা এবং একদিন চলার শেষে হাজির হল এক গহীন বনে।

রাজকুমারের ঘোড়ার কান ওপরের দিকে ঝট করে খাড়া হয়ে গেল, ফোঁস ফোঁস নিশ্বাস বেরুতে লাগল নাকের ফুটো দিয়ে। রাজকুমার ধারণা করল সম্ভবত তারা ড্রাগনের রাজ্যে চলে এসেছে।

রাজকুমারের নিজের কানও ঝট করে ওপরের দিকে খাড়া হয়ে গেল বিকট নাক ডাকার শব্দে, ঠিক এ রকম নাক ডাকার বর্ণনা আছে তার 'ড্রাগন-হান্টারস নোটবুক'-এ। গভীর আওয়াজ, বিশাল বুকের অধিকারীরাই শুধু এ রকম নাক ডাকতে পারে।

রাজপুত্রের নাকের ফুটোও বড় হয়ে গেল ড্রাগনের গায়ের গন্ধ পেয়ে। বিশ্রী একটা গন্ধ।

দাঁড়িয়ে পড়ল প্রিন্স ডিলাইটফুল। ভাবছে কী করা যায়। নাক ডাকার শব্দ শুনে বোঝা যায় ঘুমাচ্ছে ড্রাগন, হ্যান্ডবুক-এর বর্ণনা অনুযায়ী, গভীর ঘুমে অচেতন সে। এ সময়ে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। এ থেকে একটা ব্যাপার প্রমাণ হয়, রাজকুমাররা ছাড়া যেহেতু ড্রাগনদের কোনো প্রাকৃতিক শত্রু নেই তাই তারা আরামে নাক ডেকে ঘুমাতে পারছে।

ঘুমন্ত প্রাণীকে বধ করা অপরাধ। কাজেই ড্রাগনটাকে বর্শার খোঁচা মেরে জাগিয়ে তুলে তার সঙ্গে লড়াইতে নামতে পারে রাজকুমার। এটাই উচিত।

কিন্তু, ভাবল প্রিন্স ডিলাইটফুল, সত্যি কি এটাই উচিত?

কারণ ড্রাগনটা প্রিন্সের চেয়ে অনেক বড় এবং শক্তিশালী। ঘোড়াটাকেও যদি গণনায় ধরা হয় তবু ওদের দু'জনের চেয়ে অনেক বেশি

www.banglainternet.com

শক্তিশালী ও আকারে বড় হবার কথা ড্রাগনের। তাছাড়া ড্রাগন উড়তে জানে। তার নিশ্বাসের সঙ্গে আগুনের হল্কা বেরোয়। ওটা কি উচিত ? না, ভাবল প্রিন্স ডিলাইটফুল।

জাদুকরের কাছে যুক্তিবিদ্যা পড়েছে রাজকুমার, সে শেষে এ সিদ্ধান্তে এল ঘুমন্ত অবস্থায় যদি ড্রাগনটাকে হামলা করা যায় তাহলে দু'পক্ষের শক্তির ভারসাম্য থাকে। ঘুমিয়ে থাকলে ড্রাগন উড়তে পারছে না, আগুনের হল্কাও বেরুচ্ছে না নাক দিয়ে। তারপরও ওটা রাজকুমারের চেয়ে আকারে অনেক বড় এবং গতরে অনেক বেশি শক্তি থেকেই যাচ্ছে। শক্তির ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে না। ড্রাগনটা বেশি সুবিধে পেয়ে যাচ্ছে।

প্রিন্স ডিলাইটফুল তার ঘোড়াকে আবেদন করল আগে বাড়তে। একটা ফাঁকা জায়গায় চলে এল ওরা। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাগনটাকে। ওটা সত্যি বড়। প্রায় একশো ফুট লম্বা, গা শক্ত আঁশে ঢাকা, হ্যান্ডবুকে লেখা আছে, এই শক্ত আঁশ কোনো সাধারণ বর্শা দিয়ে ফুটো করা সম্ভব নয়। ড্রাগনকে মারতে হলে চোখ লক্ষ করে মারতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে চোখজোড়া এখন বন্ধ।

প্রিন্স ডিলাইটফুল হাতে বর্শা নিয়ে তাক করে ধরল, ঘোড়ার পেটে স্পার দিয়ে গুঁতো মারল। রাজকীয় ঘোড়া এবার আগে বাড়ল, রাজকুমার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল দানবটার বন্ধ চোখের দিকে।

দুর্ভাগ্যক্রমে, রাজপুত্রের চোখের নজর স্থির ও কঠিন থাকলেও বর্শাটা রইল না। একই সঙ্গে চোখ ও বর্শা দিয়ে লক্ষ্য স্থির করে রাখা খুবই কঠিন ছিল ডিলাইটফুলের জন্যে। ফলে বর্শাটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ঢুকে গেল মাটিতে আর ধাক্কার চোটে প্রিন্স উঠে গেল শূন্যে।

বর্শাটা প্রিন্সের হাত থেকে ছুটে যাবার পর মুহূর্তে ডিগবাজি খেয়ে সে শক্ত, আঁশের মতো কিছু একটার ওপর পড়ে গেল। সহজাত প্রবৃত্তিতে প্রাণপণে খামচে ধরে থাকল ওটা। দেখল ড্রাগনের মাথার পেছনে, ঘাড় ধরে ঝুলছে সে।

সংঘর্ষে জেগে গেল ড্রাগন, তুলল মাথা। মাটি ছাড়িয়ে বিশ ফুট উঁচুতে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেঁচাতে হল রাজকুমারকে, 'এ্যাই! এ্যাই!'

ড্রাগন পায়ের ওপর ভর করে সিধে হল। মাথাটা আরো দশ ফুট শূন্যে উঠে গেল। প্রভুকে দেখতে না পেয়ে ঘোড়াটা ভাবল এখন বাড়ি ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ঘুরল সে, চিঁহিহি ডাক ছেড়ে কেটে পড়ল প্রিন্স ডিলাইটফুলকে একা ফেলে রেখে।

www.banglainternet.com

মাথা ঘোরাল ড্রাগন, শব্দের উৎস খুঁজছে, টের পেল কিছু একটা ঝুলে আছে তার ঘাড় ধরে। তবে দেখা যাচ্ছে না। আর একশো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মাথা ঘুরিয়ে দেখাও সম্ভব ছিল না ড্রাগনের পক্ষে।

অবশেষে মেঘ গর্জনের মতো বলল, 'কেডা রে?'

প্রিন্স ডিলাইটফুলের চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। সে ড্রাগন নিয়ে যত বই পড়েছে তার মধ্যে কোথাও লেখা নেই যে ড্রাগন মানুষের গলায় কথা বলতে পারে, তাও আবার আঞ্চলিক উচ্চারণে।

প্রিন্স বলল, 'কেন, এটা আমি। আমি প্রিন্স ডিলাইটফুল।'

'তো ওই হানে বইসা কী করো? নাইমা আশো। জলদি আমার চামড়া ছাইড়া নাইমা পড়।'

'তুমি যদি আমাকে খেয়ে ফেল।'

'আমি তোমারে খামু না। পরথমে আমার অহন খিদা নাই। দ্বিতীয়, তুমি ভাবলা কেমনে তোমারে খাইতে আমার ভালো লাগব। নাম। নাইমা কথা বল। তোমার কাছে বর্শা-টর্শা কিছু আছে নাকি?'

'ছিল একটা। হারিয়ে ফেলেছি।'

'তাইলে ঠিক আছে। নাম। ভদ্দরলোক ড্রাগনের মতো কতা কও।'

প্রকাণ্ড মাথা আর ঘাড়টা আস্তে আস্তে নিচু হতে লাগল, যখন মাটির ওপরে নামিয়ে আনল ড্রাগন, সাবধানে, পিছলে নেমে এল রাজকুমার। তার ডবলিটের একটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে শক্ত আঁশের ঘষা লেগে।

জঙ্গলের দিকে পিছু হটতে লাগল রাজকুমার। 'সত্যি বলছ আমাকে হামলা করবে না?'

'করমু না। একবার যহন কইছি তো করমু না। কতা দিলে আমি কতা রাখি। ড্রাগনের কতাই হইল সব। তারা তোমাগো মতো ইতর না। আমাগো ডিস্টার্ব করতে আস কেন? তোমার মতো এক রাজপুত্তুর আমার এক বইনকে মারছে। আমরা তোমাগো কী ক্ষতি করছি?'

'তোমরা তো কুমারী মেয়েদেরকে খেয়ে ফেল।'

'মিছা কতা। আমি কোনো কুমারী মেয়েকে কখনো ধরিও নাই। অগো গা দিয়া সব সময় সস্তা স্নো-পাউডারের গন্ধ আসে। ছোটবেলায় একবার একটা মাইয়ার মুখে জিভ দিয়া চাটা দিছিলাম। ওয়াক থু! কী বিশ্রী পাউডার! কুমারী মাইয়ারা খাওনের যোগ্য না।'

'তাহলে তোমরা কী খাও?'

www.banglainternet.com

'তেমন কিছুই না। আমি খাই ঘাস, ফল, বাদাম, গাছের শিকড় এইসব। মাজেমইদ্যে একটা দুইটা খরগোশ কিংবা বিলাই। হেরপরেও তোমরা বর্শা আর ছোরা নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চইড়া আসো আমাগো মারতে। অথচ আমরা কিছুই করি নাই।'

'কিন্তু সবাই বলে তোমরা নাকি কুমারী মেয়েদেরকে ধরে খেয়ে ফেল।'

'এইগুলা ওই মাইয়াগুলাই বইলা বেড়ায় হেগো দাম বাড়ানোর লাইগ্যা। এইসব হুনলে শইলডা রাগে কাঁপে।'

'দাঁড়াও! দাঁড়াও!' সতর্ক ভঙ্গিতে বলল রাজকুমার। 'রাগের চোটে আবার আগুনের হলকা ছুঁড়তে শুরু কোরো না।'

'কেডায়, আমি?' ড্রাগনের নিচের ঠোঁট অভিমানের ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল বাইরের দিকে, এক পাইন্ট কন্টেইনার আকৃতির একটা জলের ফোঁটা চিকচিক করে উঠল তার চোখের কোণে।

'আমি আগুন ছোঁড়তে পারি না। আমিই মনে অয় একমাত্র ড্রাগন যে আগুন ছোঁড়তে পারে না।'

'আচ্ছা! কিন্তু কেন?'

বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ড্রাগন, বাজে একটা গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। প্রিন্স ডিলাইটফুল নাক চেপে ধরল। তবে ড্রাগন ব্যাপারটা লক্ষ করল বলে মনে হল না।

ড্রাগন বলল, 'হেইডা বড়ই দুঃখের কাহিনী।'

'আমি কি গল্পটা শুনতে পারি? ভালো কথা, তোমার নাম কী?'

'আমার নাম? বোইনার্ড। আমারে বোইনি কইয়া ডাকতে পার। আর এই নাম নিয়াই তো ঝামেলা শুরু হইল। আমার ক্রিশটেনিং-এর সময়।'

'তোমার ক্রিশটেনিং-এর সময়?' জিজ্ঞেস করল রাজকুমার।' কী অদ্ভুত মিল! আমার নিজের ঝামেলারও শুরু ওই সময়।'

'রাজকুমারগো আবার কিসের ঝামেলা? সে যাক, আমার গল্পটা কই, হোনো। আমার বুইড়া বাবা-মা ভাবত বোইনার্ড নাম রাখলে আমি ভালো থাকুম। বোইনার্ড হইল আমগো পরিবারের সৌভাগ্যের নাম। তারা এই রাজ্যের হগ্গল পরীগো দাওয়াত দিল আমার ক্রিশটেনিং-এর সময়। দূর দেশ থেইকাও এক পরী আইছিল।'

'বিদেশী পরী?'

'হ। হুনছি সে নাকি খুব ভালো ছিল। তয় সে সব গড়বড় কইরা ফালাইল।'

www.banglainternet.com

'তার নাম কি মিসপ্রেপ ?'

'হ, হেইডাই তার নাম। তুমি জানলা কেমতে ?'

'ওই একই পরী আমার ক্রিশটেনিং-এ এসেছিল।'

'আর সব গড়বড় কইরা দিছে ?'

'সাংঘাতিকভাবে।'

'অঃ, তাইলে তো আমরা অহন বন্দু হইয়া গেলাম। আশো, হ্যান্ডশেক করি, দোস্তো।'

ড্রাগন তার দানব থাবা বাড়িয়ে দিল, প্রিন্স ডিলাইটফুলের ছোট্ট হাতখানা তার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ড্রাগন বলল, 'তুমি জান হে আমার কী করছে ?'

'না।'

'অন্য পরীগো দোয়ায় আমি বিরাট শরীর পাইছি, শক্তি পাইছি, গায়ে সুন্দর সুন্দর আঁশ হইছে। আর সেই পরী আইছিল আমারে শক্তিশালী আগুনছোঁড়া মুখ দেয়ার জইন্যে, অথচ করল তার উল্টাটা। কোনো আগুনই বাইর হয় না আমার মুখ দিয়া।'

'একটা জিনিস বুঝলাম না। তোমার মুখ দিয়ে আগুন বের না হলে অন্যান্য নাইটরা তোমাকে হামলা করতে সাহস পান না কেন ? শুনেছি তোমাকে দেখলেই নাকি তাঁরা পালিয়ে যান।'

'হেইডাও একখান দুঃখের কতা। কেউ আমার ধারে কাছে আসবার চায় না। মাইয়া ড্রাগনরাও না। আমারে দেখ। আমি কত বড়, গায়ে কত শক্তি, দেখতে কত সুন্দর। অথচ গত পঁচাত্তর বৎসরে একটা মাইয়া মানুষও আমার দিকে ফিরা তাকায় নাই।'

'কিন্তু কেন ?'

'যখন আমি পাগল হইয়া যাই বা আবেগী হইয়া উঠি, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারতেছ আমি কী বলতে চাই, আমার মুখ দিয়া তখন আগুনের হলকা বাইর হয় না। অন্য কিছু বাইর হয়।'

'কী সেটা ?'

'দেখবা তুমি ?'

'ব্যথা পাব না তো ?'

'আরে, না। দাঁড়াও, আগে মেজাজখান গরম কইরা লইতে দ্যাও। তারপর দেখ কী বাইর হয় মুখ দিয়া।'

www.banglainternet.com

ড্রাগন কিছুক্ষণ ঘোঁৎঘোঁৎ করল, তারপর বলল, 'এখন!' মুখ হাঁ করল সে এবং সজোরে বাতাস ছাড়ল। ধাক্কার চোটে মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল প্রিন্স। নাক চাপা দিল হাত দিয়ে। এমন ভয়ঙ্কর, বিকট, বীভৎস আর পচা দুর্গন্ধ কোনোদিন নাকে আসেনি তার। দুর্গন্ধের চোটে দম বন্ধ হয়ে গেল প্রিন্সের। রীতিমতো কাশতে লাগল সে।

ড্রাগন বলল, 'বেশিক্ষণ এইটা থাকব না। আমি তোমারে অল্প ডোজ দিচ্ছি। তাই এইটার গন্ধ কম। তুমি আগুনের সামনে দিয়া সইরা যাইতে পারবা, কিন্তু এই গন্ধের হাত দিয়া রেহাই পাবা না। আমি যহন নিশ্বাস ছাড়ি, সব নাইটরা পালানোর দিশা পায় না। মাইয়া ড্রাগনগুলাও তাই। হায়রে, জীবন!'

অত্যন্ত দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ড্রাগন।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল রাজপুত্র। বাতাসে বদ গন্ধটা এখনো আছে, তবে সহনীয় মাত্রায়।

সে বলল, 'বার্নি, তুমি আমার সঙ্গে পয়েটেসমে যাবে? তোমার সঙ্গে রাজা ফ্যারাডের পরিচয় করিয়ে দেব।'

'কী? আর হাজার হাজার নাইট আমারে বর্শা দিয়া গুঁতাইয়া মাইরা ফালাউক?'

'আরে না, বিশ্বাস করো। তোমাকে রাজার মতো বরণ করে নেয়া হবে। তুমি যত ইচ্ছে খরগোশ, ইঁদুর, ঘাস, ফল খেতে পারবে।'

'কেমনে?'

'গেলেই দেখতে পাবে। আমার ওপর আস্থা রাখ। তবে তোমার পিঠে চড়ে যেতে হবে আমাকে। কারণ আমার ঘোড়াটাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না।'

প্রিন্স ডিলাইটফুল বার্নির পিঠে, মাথার ঠিক পেছনে বসে, মাটি থেকে ত্রিশ ফুট উঁচু দিয়ে উড়তে উড়তে পৃথিবী দেখতে দেখতে ফিরে এল রাজা ফ্যারাডের রাজ্যে।

ড্রাগনকে দেখে প্রথম চোটে ভয়ে সবাই চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাল। রাজকুমার তাদেরকে ডেকে বলল, 'বন্ধুগণ, এ ড্রাগন পোষা, ভালো ড্রাগন। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই। ওর নাম বার্নি। ওদের সঙ্গে কথা বল, বার্নি।'

www.banglainternet.com

ডাক দিল বার্নি। 'এই যে লোকসকল, এইডা আমি আর বন্ধু রাজকুমার।' শেষে ক'জন চাষা আর শ্রমিক, তারা অন্যদের চেয়ে সাহস রাখে বুকে, ছুটতে ছুটতে থেমে গেল। দেখল খুব সাবধানে মাটিতে পা রাখল ড্রাগন। যাতে কারো গায়ে না লাগে। লম্বা ঘাড়ের ওপর প্রকাণ্ড মাথাটা এদিক থেকে ওদিকে ঘোরাল, সেইসাথে রাজকুমারও রাজকীয় ভঙ্গিতে ডান থেকে বামে ঘুরে গেল। লোকগুলোর উদ্দেশে হাত নাড়ল সে।

খবরটা ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎবেগে। লোকজন ভিড় জমিয়ে ফেলল রাস্তায়। এবার বর্নি রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে প্রাসাদের ধারে, মূল বুলেভার্ডে চলে এল। শোভাযাত্রার মতো মিছিল করে তার পেছন পেছন চলল উল্লসিত জনগণ। ড্রাগন বলল, 'মানুষ আসলে অত খারাপ না, রাজকুমার, যদি তুমি হেগো বোঝবার পার।'

'ওরা প্রায় সভ্যই বলা চলে,' বলল প্রিন্স ডিলাইটফুল।

রাজা ফ্যারাডে নিজে এলেন ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে তাঁর মেয়েসহ। 'অভিনন্দন, আমার সাহসী রাজকুমার।' সোৎসাহে চেঁচাল রাজকন্যা।

জাদুকরও বেরিয়ে এল, সে চোখ কচলে বলল, 'ইয়াল্লা, এযে দেখছি একটা অ্যাপাটোসরাস!' তবে জাদুকর বেশিরভাগ সময় অদ্ভুত সব কথা বলে বলে কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। এবারও দিল না।

প্রাসাদ থেকে বহুদূরে একটা আস্তাবলে থাকার জায়গা দেয়া হল বার্নির জন্যে। রাজা ফ্যারাডে নিজের ঘরে ঢুকে প্রিন্স ডিলাইটফুলকে বললেন, 'স্বীকার করছি দানবটাকে এখানে নিয়ে এসে দারুণ চমক দেখিয়েছ তুমি। তবে এ কাজ তো তোমার করার কথা ছিল না। তোমার তো ওটাকে হত্যা করার কথা ছিল।'

'কিন্তু মৃত ড্রাগনের চেয়ে পোষা ড্রাগন অনেক ভালো জিনিস। আমি কিছু কথা বলতে চাই, ইয়োর ম্যাজেস্টি, যদি অনুমতি দেন।'

'বল শুনছি।'

'আমি যদ্দুর জানি পাশের দেশের রাজা আপনার জানের দুশমন যার সঙ্গে বহুদিন ধরে সংঘাত চলছে আপনার। আপনি তার জমিন নষ্ট করছেন, সে আপনারটা। যন্ত্রণায়, দুঃখে দু'পক্ষের অনেকেই মারা গেছে।'

www.banglainternet.com

'ঠিকই শুনেছ তুমি। এটা একটা সভ্য দেশ। অন্য কোনোভাবে আচরণ করার কথা ভাবিনি আমি। যুদ্ধ চলছে আমার পূর্ব দিকের অবিশ্বস্ত, বর্বর লোথারিংগিয়ার রাজার সঙ্গে।'

'এ মুহূর্তে আপনার সৈন্য তাদেরকে হামলা করছে নাকি আপনাদের ওপর হামলা চলছে?'

খুক খুক কাশলেন ফ্যারাডে। 'এ মুহূর্তে আমাদের থেকে একটু এগিয়ে আছে লোথারিংগিয়া। আমাদের প্রাদেশিক শহর প্যাপেটের দশ মাইলের মধ্যে চলে এসেছে তারা।'

'আপনি কি ওদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো শান্তি আনতে চান?'

'অবশ্যই, কিন্তু ধ্বংসের ব্যবস্থা কে করবে?'

'কেন, আমি আর বার্নি।'

'লোথারিংগিয়ার দলে এক হাজার সাহসী নাইট আছে, আপাদমস্তক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। তোমার ড্রাগন ক'জনকে হয়তো হত্যা করতে পারবে, তারপর নিজে খুন হয়ে যাবে। আর এ ব্যর্থতার চরম খেসারত দিতে হবে আমার লোকজনকে।'

'আমরা ব্যর্থ হব না। বার্নির ঘাড়ে একটা স্যাডল বসানোর ব্যবস্থা করুন এবং একজোড়া লাগামও যেন থাকে। তাহলে আমার আর পড়ে যাবার ভয় থাকবে না। জাদুকরকে বলুন এমন কিছুর ব্যবস্থা করতে যা আমার মাথার ওপর রাখতে পারি এবং যা বায়ু বিশুদ্ধ করে তুলবে, সেই সাথে ছোট একটা সেনাদল দেবেন আমাদের সঙ্গে। লোথারিংগিয়ান আর্মিদের উদ্দেশে আমাদেরকে এসকট করে নিয়ে যাবে।'

'ছোট সেনা দল?'

'আমি আর বার্নি যখন লোথারিংগিয়ানদের কাছে পৌঁছব তখন তারা চলে যেতে পারে। শত্রুর মোকাবিলা করব আমি আর বার্নি। তবে পাশেই যেন আরেকটি সেনাদল থাকে। শত্রুরা কেটে পড়ার চেষ্টা করলেই তাদের ওপর হামলা চালাবে।'

রাজা ফ্যারাডে বললেন, 'তোমার কথা কেমন পাগলের মতো শোনাচ্ছে। তবে তুমি যা বলছ আমি তা করব। শত হলেও তুমি ড্রাগনটাকে নিয়ে এসেছ, অথচ অন্যরা ওটাকে দেখামাত্র ভেগে পড়েছে।'

স্যাডল এবং লাগামের ব্যবস্থা করা হল। জাদুকর অদ্ভুত দর্শন একটি বস্তু এনে তা প্রিন্স ডিলাইটফুলের মাথায় পরিয়ে দিল।

www.banglainternet.com

জাদুকর বলল, 'এ জিনিস বাতাস বিশুদ্ধ রাখবে। একে বলে গ্যাস মাস্ক।' তবে আগের মতোই তার কথা শুনে কেউ প্রভাবিত হল না।

প্রিন্স ডিলাইটফুল এবং বার্নার্ড লোথারিংগিয়ান সেনাবাহিনীর সামনে এসে হাজির হল। লোথারিংগিয়ানরা খুব সাহসী, তারা ধারাল অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত। হঠাৎ মাটিতে একটা কম্পনের সৃষ্টি হল, কাঁপুনিটা ছড়িয়ে পড়ল যারা প্রথম ড্রাগনকে দেখতে পেল, তাদের মধ্যে। আকাশ থেকে উড়ে আসছে ওটা, মুখে অদ্ভুত কী একটা জিনিস আটকানো, তাতে আরো ভয়ঙ্কর করে তুলেছে চেহারা।

লোথারিংগিয়ানরা সবাই ড্রাগনের ছবি দেখেছে কিন্তু গ্যাস মাস্ক দেখেনি কেউ, না বইতে না বাস্তবে।

যা হোক, লোথারিংগিয়ানদের প্রধান সেনাপতি তবু সাহসের সঙ্গে বললেন, 'ওটা কিছু নয়। একটা পশুর ওপরে আরেকটা পশু। আমার সাহসী লোথারিংগিয়ানরা, সোজা হয়ে দাঁড়াও বৃত্তকারে ঘিরে ফেল ড্রাগনকে, ওটার আগুনের হলকা অগ্রাহ্য করে কোপ বসাবে লেজে। যন্ত্রণায় পালাবার দিশে পাবে না ওটা।'

সেনাপতির কথায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল লোথারিংগিয়ানরা, খাড়া হয়ে দাঁড়াল, অপেক্ষা করছে ড্রাগনের আসার জন্যে। তবে কাছে এল না ওটা। দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রিন্স ডিলাইটফুল বলল, 'শুনলে ওদের কথা ? ওরা তোমার সুন্দর লেজটাকে কুচি কুচি করে কাটতে চায়।'

'বটে!' গর্জে উঠল ড্রাগন, 'ব্যাডাগো এত সাহস! অগো কতা শুইন্যা আমার খুব রাগ লাগতাছে। আমি পাগল হইয়া যাইতাছি।'

প্রকাণ্ড মুখোশটা খুলে ফেলল ড্রাগন, তারপর বজ্রের মতো গর্জন করে হাঁ মুখ দিয়ে ছেড়ে দিল পৃথিবীর বিকটতম এবং দুর্গন্ধতম গ্যাসের বিশাল মেঘ। মেঘটা গড়িয়ে গেল লোথারিংগিয়ান সেনাবাহিনীর মাথার ওপর দিয়ে, আর বদ গন্ধটা নাকে যেতেই 'বাবারে! মারে!' ডাক ছেড়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল সুসজ্জিত দল। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ভোঁ দৌড়। ওদের এখন একটাই চাওয়া—বিশ্রী দুর্গন্ধটার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া। নইলে গন্ধের চোটে দম বন্ধ হয়েই মারা যাবে।

www.banglainternet.com

তবে খুব বেশিদূর তারা যেতে পারল না। পরেসটেসেমের সৈন্যরা ওঁত পেতে ছিল এদের জন্যেই। তারা মনের সুখে কচুকাটা করল পালিয়ে আসা, নিরস্ত্র লোথারিংগিয়ানদেরকে।

'তুমি আমার সুন্দরী এবং কুমারী মেয়েটিকে পেতে পার, প্রিন্স ডিলাইটফুল,' বললেন রাজা ফ্যারাডে, 'আর যেহেতু আমার কোনো ছেলে নেই, কাজেই আমার মৃত্যুর পরে তুমিই হবে এ রাজ্যের এবং বিজিত লোথারিংগিয়ার রাজা এবং তোমার বাবার রাজ্যের রাজাও। আর তোমার ড্রাগন, সে যতদিন ইচ্ছা আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করতে পারবে আমাদের হিরো হয়ে। তাকে পৃথিবীর উৎকৃষ্টতম খড়ের বিছানায় শুতে দেয়া হবে আর চাইলেই তাকে ছোট ছোট প্রাণী ধরে দেব।'

'সে লেডি ড্রাগন চায়।' সংকোচের সাথে জানাল রাজকুমার।

'সে ব্যবস্থাও করা যাবে,' বললেন রাজা, 'তবে ওর আবেগকে নির্দিষ্ট একটি মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে হবে।'

তারপর আর কি, রাজকুমারী লরেলেনকে বিয়ে করে সুখে ঘরকন্না করতে লাগল প্রিন্স ডিলাইটফুল।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com